শ্রীরামকৃষ্ণের পদার্পণধন্য 'সুরধুনী কানন' : আজ শ্রীসারদা মঠ

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

উনিশ শতকের দক্ষিণেশ্বর গ্রাম ছিল অনেকগুলি ছোট-বড় বাগানে পরিপূর্ণ। গঙ্গার ধার বরাবর বাগানগুলির কিছু ছিল সাহেবদের, কিছু এদেশীয় মানুষদের। দক্ষিণেশ্বরের উত্তরদিকে আড়িয়াদহ এবং দক্ষিণে আলমবাজার। দক্ষিণ থেকে উত্তরে গঙ্গার ধার ধরে যথাক্রমে ছিল শম্ভু মল্লিকের বাগান, ওয়েস্কিন সাহেবের বাগান,[১] হেস্টি সাহেবের বাগান, মণ্ডলদের বাগান এবং ধরেদের বাগান। উনিশ শতকের চারের দশকে গড়ে উঠেছিল ব্রিটিশরাজের বারুদখানা তথা ম্যাগাজিন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে উল্লিখিত কুঁয়ার সিং ছিলেন সেই ম্যাগাজিনের হাবিলদার। সমকালেই ওয়েস্কিন সাহেবের বাগানটি কিনে নিয়েছিলেন পাথুরিয়াঘাটার বিত্তবান যদু মল্লিক মহাশয়; সেখানে তিনি দ্বিতল কুঠি নির্মাণ করিয়েছিলেন। ১৮৪৭ সালে জানবাজারের প্রয়াত রাজচন্দ্র দাসের সহধর্মিণী রানি রাসমণি দেবী কিনেছিলেন হেস্টি সাহেবের কুঠিবাড়ি সহ বিস্তৃত বাগানভূমি। সেই বাগানে তিনি গড়ে তুলেছিলেন দক্ষিণাকালিকার নবচূড়াসমন্বিত মন্দির, দ্বাদশ শিবমন্দির ও রাধাকৃষ্ণের মন্দির। ওই একই সময়ে কলকাতার হাটখোলার (শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট) তারিণী বসু দক্ষিণেশ্বরের মণ্ডলদের কাছ থেকে প্রায় এগারো বিঘা পরিসরের জমি কিনে তৈরি করিয়েছিলেন শ্মশানেশ্বর শিবমন্দির ও দ্বিতল বাগানবাড়ি।[২] এর উত্তরদিকে ছিল ধরেদের বাগান।[৩] ১৯৩৮ সালে যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটির তরফে ওই জমিটি কেনা হয় এবং সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়

দীর্ঘ গবেষণার পর অবশেষে কথা বলে উঠল মৌন অতীত।
প্রমাণিত হল, শ্রীরামকৃষ্ণের পদার্পণে ধন্য হয়েছে দক্ষিণেশ্বরের
'সুরধুনী কানন'–আজ যেখানে শ্রীসারদা মঠ।
যুগের পথ কেটে চলেছে যুগাবতারের অমোঘ চরণপাত।

দক্ষিণেশ্বর গঙ্গাতীরস্থ বাগানবাড়িসমূহের পরিচিতি

উনিশ শতকের বাগান	বিংশ শতকে বাগানের মালিকের নাম	সি এস পড়চা অনুসারে		প্রসিদ্ধির কারণ	বর্তমান অবস্থা
		খতিয়ান নং	দাগ নং		
শম্ভু মল্লিকের বাগান	ভুবনময়ী দাসী পিতা : শম্ভুনাথ মল্লিক	৫৭৬	৩০০০	শ্রীরামকৃষ্ণের পদার্পণধন্য	উইমকো কোম্পানির গুদামঘর
ওয়েস্কিন সাহেবের বাগান	প্রমথনাথ মল্লিক পিতা : যদুনাথ মল্লিক	৫১৬	১৮২৫	ওই	শ্রীরামকৃষ্ণ মহামণ্ডল
হেস্টি সাহেবের বাগান	রানি রাসমণি/ নন্দলাল চৌধুরী পিতা : যদুনাথ চৌধুরী	১১৪৪,১১৪৫ ১১৪৭	১৭৫৩-৬০	শ্রীরামকৃষ্ণের বাসস্থান (১৮৫৫-৮৬ পর্যন্ত)	দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি
মণ্ডলদের বাগান	তারিণী বসু/ রামদেব সাথোলিয়া পিতা : শিবাজিরাম সাথোলিয়া	১০৬ ১৫০	৩৩৫-৩৩৯ এবং ৪০৫	শ্রীরামকৃষ্ণের পদার্পণধন্য	শ্রীসারদা মঠ
ধরেদের বাগান	নন্দলাল কারোচি পিতা : রাসবিহারী কারোচি	২২০	৩০১-০২	অজ্ঞাত	যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি

যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি। এই মঠটি প্রতিষ্ঠা করেন প্রখ্যাত সাধক শ্রীশ্রীপরমহংস যোগানন্দ গিরি। প্রথমোক্ত শম্ভু মল্লিক, যদু মল্লিক ও রানি রাসমণির বাগানে (বিখ্যাত কালীবাড়ি অঞ্চল) শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবিলাস কাহিনি তাঁর জীবনীপাঠকের জানা। তারিণী বসুর বাগান যা পরবর্তী কালে 'সুরধুনী কানন' নামে চিহ্নিত হয়েছে, সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের উপস্থিতির কাহিনি কিন্তু অজ্ঞাত। এ-নিবন্ধ সে-কাহিনিরই চিত্রায়ণ।

'ইতিবৃত্ত আরিয়াদহ ও দক্ষিণেশ্বর' গ্রন্থের লেখক সুবোধ রায় জানিয়েছেন, ''(দক্ষিণেশ্বর গ্রামে) বারুদাগার তৈরি হওয়ার প্রায় একই সময়ে কলিকাতার তারিণী বসু নামে এক ভদ্রলোক মণ্ডলদের কাছ থেকে গঙ্গার ধারে দাতারাম মণ্ডলের ঘাট ও দক্ষিণেশ্বর শ্মশানের উত্তরে প্রকাণ্ড এক খণ্ড জমি কিনে তৈরি করেন 'সুরধুনী কানন'—একটি সুদৃশ্য বাগানবাড়ি। বাগানের দক্ষিণ গায়ে শ্মশানের পাশে একটি মন্দির নির্মাণ করে প্রতিষ্ঠা করেন একটি শিবলিঙ্গ। সেই শিবের নাম শ্মশানেশ্বর, সদাশিবও বলেন কেউ কেউ। এখনও (১৯৭১) সেই দেবসেবার ব্যয় ভার বহন করেন তারিণী বসুর বংশধরেরা।''[৪]

''তারিণী বসু এই 'সুরধুনী কানন' নির্মাণ করলেও বেশিদিন তিনি ভোগ করেননি এই বাগানবাড়ি। অল্প কয়েক বছর পরেই এটি বিক্রি করে দেন বাংলার ঠাকুর পরিবারের যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরও কয়েক বছর পরেই এটি বিক্রি করে দেন পাইকপাড়ার অরুণ সিংহকে। অরুণ সিংহের কাছ থেকে এই বাগান যায় সানথেলিয়া নামে এক ধনী মাড়োয়ারির হাতে। সানথেলিয়ার হাতে 'সুরধুনী কানন' ছিল বহুকাল। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু স্বাস্থ্যোন্নতির আশায় কিছুকাল এসে বাস করেছিলেন এই বাগানে। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয়

'সুরধুনী কানন'

মহাযুদ্ধের সময় সরকার সামরিক প্রয়োজনে বাগানটি সাময়িকভাবে দখল করে নিয়ে স্থাপন করেন সৈনিক অফিসারদের ভাষা-শিক্ষা কেন্দ্র।"[৫]

'সুরধুনী কানন'-এর মালিকানার স্থায়িত্ব প্রসঙ্গে সুবোধ রায়ের উদ্ধৃতির সঙ্গে তারিণী বসুর বংশধরদের কাছ থেকে প্রাপ্ত 'তারিণী বসুর সম্পত্তির বন্টন সংশ্লিষ্ট সোলেনামার' বয়ানের সঙ্গে সাজুয্য দেখা যায় না। সম্পত্তি বণ্টন সংশ্লিষ্ট এই সোলেনামার এগ্‌জিকিউটার ছিলেন তাঁর তিন পুত্র; যথাক্রমে মহেন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথ। এই সোলেনামা কার্যকর করার জন্য যাঁর উপর দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল তিনি হলেন ব্যারিস্টার ডব্‌লিউ সি ব্যানার্জি এবং রাজনারায়ণ মিশ্র। তারিণী বসু উত্তর শহরতলি দক্ষিণেশ্বরে একটি বাগান ও শিবমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুকাল (১৮৮৮) পর্যন্ত এই সম্পত্তি ভাগ হয়নি। তাঁর পুত্র গিরীন্দ্রনাথ ছিলেন এই মন্দির ও বাগানের সেবাইত। উইলটি কার্যকর হয় ২০ জুলাই ১৮৮৯।[৬]

লক্ষণীয়, সুরধুনী কানন কমপক্ষে উনিশ শতকের নয়ের দশক পর্যন্ত তারিণী বসুর বংশধরদের অধিকারে ছিল। দক্ষিণেশ্বর মৌজার সি এস পড়চা নথিতে (প্রকাশিত : ৩১।৩।৩১) সুরধুনী কাননের মালিক হিসাবে দেখা যায় রামদেব সানথেলিয়ার নাম। অনুমিত হয়, অবশ্যই বিংশ শতকের দুয়ের দশকেই এই বাগান-জমি তাঁর অধিকারে আসে।

কলকাতার হাটখোলা অঞ্চলে (শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটে) সিংহওয়ালা গেটযুক্ত মহল্লা-অট্টালিকা ছিল তারিণী বসুর। কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় তাঁর বহুসংখ্যক বাড়ি ছিল। শহরতলিতে তাঁর অনেকগুলি বাগানও ছিল। তাঁর নিজস্ব সুদের ব্যবসা ছিল এবং ইংরেজ বণিকদের তিনি টাকা দাদন দিতেন। তিনি ছিলেন কলকাতার নাম করা মুৎসুদ্দি। তাঁর সম্পত্তি ও ব্যবসা দেখাশোনা করতেন যে-কর্মচারিবৃন্দ, তাঁরা 'সরকার' নামে অভিহিত হতেন। মিশ্র, দত্ত, বিশ্বাস, মাইতি প্রমুখ পদবীধারী ব্যক্তিগণ এই সরকার পদে বহুদিন বহাল ছিলেন। বংশ পরম্পরায় এঁরা বসু পরিবারে কাজ করে গেছেন। তারিণী বসুর জীবদ্দশায় তাঁর পুত্রেরা পিতার সম্পত্তির দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন না, এসব দায়িত্ব পালন করতেন সরকার পদবীধারী ব্যক্তিগণ। এ-তথ্য দিয়েছেন ওই বংশের পঞ্চম প্রজন্ম অনিতেন্দ্র বসু মহাশয়।[৭]

দক্ষিণেশ্বর গ্রামের অশীতিপর প্রবীণ মধুসূদন পাল প্রদত্ত এক বিবরণীতে দেখা যায়, দক্ষিণেশ্বর নিবাসী মাখনলাল বিশ্বাস (পিতা বৈকুণ্ঠনাথ বিশ্বাস) ছিলেন 'সুরধুনী কানন'-এর তত্ত্বাবধায়ক (কেয়ারটেকার)। মাখনলাল ও তাঁর পিতা উভয়েই ছিলেন তারিণী বসুর সেরেস্তার সরকার।[৮]

বৈকুণ্ঠ বিশ্বাস ও মাখন বিশ্বাস বাস করতেন দক্ষিণেশ্বর 'দোলপিঁড়ি'র কাছে, বর্তমান আদ্যাপীঠ মন্দিরের গেটের উলটোদিকে। সি এস পড়চা নথি মতো তাঁর ভিটার খতিয়ান নং ৬১৫ এবং দাগ নং ১১২৪।[৯] পরবর্তী কালে ওই ভিটার মালিক হন একাধিক ব্যক্তি। মাখনলাল বিশ্বাসের গৃহের সঙ্গে ছিল ঠাকুরদালান। ঠাকুরঘরে প্রতিষ্ঠিত ছিল রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ। তাঁর ছিল কোঠাবাড়ি। বিশ্বাসদের বাড়িটিও ছিল এই গ্রামের প্রাচীন কোঠাবাড়িগুলির একটি। বিংশ শতকের শেষের দিকে এই ইতিহাসবিধৃত বাড়িটি বিলুপ্ত হয়ে বহুতল ফ্ল্যাটবাড়ি নির্মিত হয়েছে। সরকারি তথ্যমতে মাখনলালের কোনও পুত্রসন্তান না থাকায় বিংশ শতকের প্রথমার্ধের শেষদিকে একাধিক ব্যক্তি এই সম্পত্তিটি কিনে নেন। বিশ্বাসরা যেমন দায়িত্বশীল, তেমনই ভক্তিভাবে ভরপুর ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এই পিতা-পুত্রকে খুবই স্নেহ করতেন এবং তাঁদের গৃহেও পদার্পণ করেছেন।[১০]

তারিণী বসু

স্থানীয় সূত্রে এবং তারিণী বসুর পারিবারিক সূত্রে জানা যায় যে, বৈকুণ্ঠনাথ বিশ্বাস ও মাখনলাল বিশ্বাস তারিণী বসুর দক্ষিণেশ্বর বাগানের দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন। এই বাগানবাড়িতে বসু পরিবারের গুরুদেব, আত্মীয়-পরিজন, বিভিন্ন স্থানের জমিদারগণ (যাঁদের সঙ্গে তারিণীবাবুর বিশেষ হৃদ্যতা ছিল) এসে কিছুকাল অবস্থান করতেন। অতিথি-অভ্যাগতদের ঘন ঘন আনাগোনার জন্য বাগানের তত্ত্বাবধায়ক ব্যতীত নাপিত, পুরোহিত, মালি, ভিস্তি, ঝি, চাকর প্রমুখ কাজে বহাল থাকতেন। প্রয়োজনে বিশ্বাসদের স্থায়ীভাবে বাগানবাড়িতেই থাকতে হত। ফলে গ্রামবাসীগণ ভ্রমক্রমে অনুমান করতেন যে, এটি বিশ্বাসদের বাগান। বস্তুত তারিণীবাবু কদাচিৎ বাগানবাড়িতে অবস্থান করতেন। দক্ষিণেশ্বর গ্রামের প্রবীণ (২০১৬ সালে ৯৭ বছর বয়স্ক) মধুসূদন পাল মহাশয় বলেন, সুবোধবাবুর গ্রন্থ প্রকাশের আগে এ-গ্রামের সকলেই জানত যে, এটি বিশ্বাসদের বাগান। পরে জানা যায়, আসলে এটি ছিল তারিণী বসুর বাগান। উল্লেখ্য, সরকারি তথ্যমতে (সি এস পড়চা নথি অনুসারে) দক্ষিণেশ্বর মৌজাধীন কোনও বাগানের মালিক বিশ্বাস পদবীধারী কোনও ব্যক্তি নন।

ব্রহ্মচারী অক্ষয়-চৈতন্য তাঁর 'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ''নদীয়া জেলার উলা গ্রামের অধিবাসী বামনদাস মুখোপাধ্যায় একবার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া বিশ্বাসদের বাগানবাড়ীতে কিছুদিন বাস করেন।... বামনদাসবাবু জমিদার মানুষ, দাতা বলিয়াও তাঁহার নামডাক ছিল। কলিকাতার

সন্নিকটে কাশীপুরে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মা-কালীর বৃহৎ এক মন্দির বিদ্যমান। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন হৃদয়কে সঙ্গে করিয়া। তাঁহার কথা বামনদাস পূর্বেই শুনিয়া থাকিবেন,... তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন ও সমাদরে কাছে বসাইয়া সবিনয়ে কহিলেন : আজ আপনার দর্শন পেয়ে ধন্য হলাম। যদি অনুগ্রহ করে এখানে এলেন আমাদের কিছু ঈশ্বরীয় কথা বলুন।... বামনদাসকে বিশেষভাবে এই কথাটি তিনি বলিয়াছিলেন : ঈশ্বরের কৃপায় ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, তিনি কৃপা করে দেখা না দিলে কেউ তাঁকে দেখতে পায় না।... চলিয়া আসিতে আসিতে ঠাকুর শুনিতে পাইলেন, বামনদাস বলিতেছেন : বাবা, বাঘ যেমন মানুষকে ধরে, তেমনি ঈশ্বরী এঁকে ধরে রয়েচেন। ঠাকুরের তখন সাধনকাল, সর্বদাই ভাবে বিভোর।"[১১]

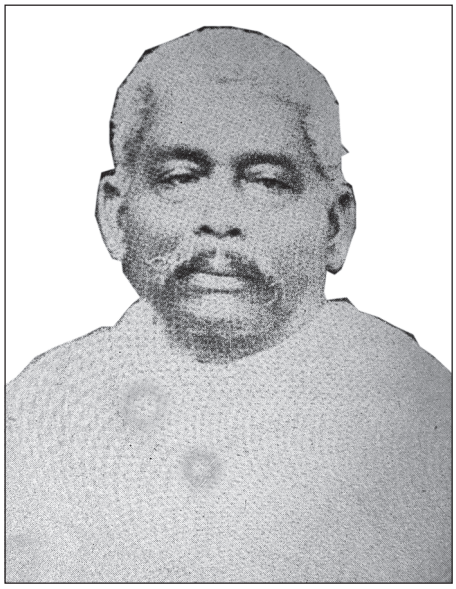

বামনদাস মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস বর্মন তাঁর গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার নিম্নরূপ বিবৃত করেছেন : ''উলোর বামনদাস মুখোপাধ্যায় দক্ষিণেশ্বরে দেব বিশ্বাসের উদ্যানে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছেন সংবাদ পাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার পরিধানে কেবলমাত্র একখানি রক্তবর্ণ গরদের কাপড় ছিল। বামনদাস একজন বিখ্যাত দাতা ছিলেন, প্রত্যহ বহুজনকে অর্থদান করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, তিনি তখন অনেকগুলি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ পরিবেষ্টিত থাকিয়া তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য অর্থদান করিতেছিলেন। বামনদাস শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখিবামাত্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথা থেকে আসা হচ্ছে?' তিনি উত্তর করিলেন, 'রাসমণির বাগান থেকে।' বামনদাস উঠিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক উপবেশন করাইয়া পরে আপনি উপবেশন করিলেন। তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আর অধিক পরিচয়ের আবশ্যক ছিল না। ঈশ্বরানুরাগী বহুলোকেই তখন তাঁহাকে জানেন অথবা তাঁহার বিষয় লোক-পরম্পরায় সমস্ত শুনিয়াছেন। ইনিও শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে চিনিতে পারিয়া করজোড়ে কহিতে লাগিলেন, 'আজ আমার কি সৌভাগ্য, আপনি কষ্ট করে এসে আমায় দর্শন দিলেন! আজ আমার পরম সৌভাগ্য! যদি দর্শনই দিলেন ত অনুগ্রহ করে কিছু ঈশ্বরীয় কথা বলুন।'

''শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিয়া কহিলেন, 'তা বেশ। কিন্তু আগে এই বামুন পণ্ডিতগুলোকে বিদেয় কর, তবে তোমার সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা হবে। তুমি যেন পচা গরু, আর ওরা যেন শুকুনি তোমায় ঘিরেছে। কিন্তু দেখ, ওদের ভাল করে বিদেয় কর, নইলে তোমার নিন্দে কর্‌বে। বামুনরা বড় কম নয়, শ্রীরামচন্দ্রের বে ভেঙ্গে দিয়েছিল।' সকলে হাসিয়া উঠিলেন। বামনদাস অগ্রে তাঁহাদের বিদায় করিলেন।

''ব্রাহ্মণগণ চলিয়া গেলে পর শ্রীরামকৃষ্ণ কহিতে লাগিলেন, 'দেখ যজমেনে বামুন কেমন

সুরধুনী কাননে মোতিলাল নেহরু (চেয়ারে), তাঁর পিছনে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ (১৯২৭)

জান? চৈতন্যদেব হরিনাম করতে করতে মহাভাবে সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। যেসব জেলেরা মাছ ধরতে গিয়ে জালে কোরে তাঁকে তোলে, সেই জাল দিয়ে তাঁকে ছোঁবার দরুণ তারা শেষে সবাই 'হরিবোল' 'হরিবোল' কর্‌তে লাগল। কোন কাজ কর্ম্ম আর করে না। তাদের লোকেরা বিষম বিপদে পড়ে মহাপ্রভুর কাছে এসে সব কথা জানালে। মহাপ্রভু বল্লেন, 'এক কাজ কর, যজমেনে বামুনের ভাত এনে ওদের মুখে দাও।' তারা গিয়ে তাই কর্‌লে, আর সব ভাব টাব ঘুচে গেল। যেমন জেলে তেমনি হল।'

''বামনদাস ইতিপূর্ব্বে ঈষৎ বুঝিয়াছিলেন যে, ভক্তিহীন লোকের সম্মুখে ভগবৎপ্রসঙ্গ চলে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই কথা শুনিয়া তিনি ব্রাহ্মণগণকে বিদায় করিবার কারণ আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন।

''শ্রীরামকৃষ্ণদেব আবার বলিলেন, 'দেখ, পাহারাওয়ালা আঁধারে ল্যাণ্ঠন হাতে করে সবাইকে দেখে, কিন্তু সে যদি না সেই ল্যাণ্ঠনটী আপনার দিকে ফেরায় ত কেউ তাকে দেখতে পায় না। তেম্‌নি ভগবান্ আপনি যদি দয়া করে না দেখা দেন ত কেউ তাঁকে দেখতে পায় না। কিন্তু সেই কৃপালাভ কর্‌তে হলে কাম কাঞ্চন ত্যাগ করা চাই। নইলে তাঁর কৃপালাভ হয় না।'

''এইরূপে অনেকক্ষণ ঈশ্বরপ্রসঙ্গের পর রামকৃষ্ণদেব গুটীকতক শ্যামাবিষয়ক গান

গাহিলেন। বামনদাস তাঁহার কথায় মুগ্ধ হইয়া অবশেষে তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন।"[১২]

বস্তুত বামনদাস মুখোপাধ্যায় এসে উঠেছিলেন তারিণী বসুর বাগানে ওরফে বিশ্বাসদের বাগানে। বামনদাসকে আপ্যায়ন করে বাগানবাটীতে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন মাখন বিশ্বাস। শ্রীরামকৃষ্ণ বামনদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে উঠেছিলেন তারিণী বসুরই বাগানে ওরফে 'সুরধুনী কাননে'। বিশ শতকের প্রথমার্ধে এই বাগানটি ছিল সানথালিয়া পরিবারের অধীনে।

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ শ্রীসারদা মঠের জন্য 'সুরধুনী কানন' নামে বাগানবাড়ি সমেত জমিটি ক্রয় করেন। তাকে বাসোপযোগী করার কাজও অবিলম্বে শুরু হয়। অবশেষে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ২ ডিসেম্বর স্বামীজীর স্বপ্নকে সত্য করে সুরধুনী কাননে স্ত্রীমঠের উদ্বোধন হয়। বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি স্থাপন করে মঠের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন করেন ওই বাড়িতেই।

লক্ষণীয়, আজ যেখানে শ্রীসারদা মঠ, একদা তারিণী বসুর সেই 'সুরধুনী কানন'-এর মাটিতে রামকৃষ্ণদেবের পদধূলি পড়েছে। এ ঐতিহাসিক সত্য। নেপালের রাজকর্মচারী 'কাপ্তেন' বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের বেলুড় কাঠগোলার ভূমিখণ্ড একদা শ্রীরামকৃষ্ণের পদার্পণে ধন্য হয়েছিল এবং সেই ভূখণ্ডই পরবর্তী কালে পরিণত হয়েছে মহাতীর্থ বেলুড় মঠে।[১৪] তেমনই তারিণী বসুর 'সুরধুনী কানন'ও পরমপুরুষের পদার্পণের পর ক্রমে মাতৃতীর্থ শ্রীসারদা মঠে রূপান্তরিত হয়েছে। জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ!!

তথ্যসূত্র

১।শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক, *কলিকাতার কথা* (১২৯ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রিট: কলিকাতা, ১৯৩৫), পৃঃ ১০১

২।সুবোধ রায়, *ইতিবৃত্ত আরিয়াদহ-দক্ষিণেশ্বর* (১০ নং বিন্ধ্যবাসিনী তলা, দক্ষিণেশ্বর, ১৯৭১), পৃঃ ১০৩। সুরধুনী কাননের জমির পরিমাণ জানা যায় তারিণী বসু কৃত দলিলের পৃঃ ২ থেকে।

৩।তদেব, নির্দেশিকা, পৃঃ জ

৪।তদেব, পৃঃ ১০৩

৫।তদেব, পৃঃ ১০৩-০৪

৬।তারিণী বসু কর্তৃক প্রস্তুত উইলের কপি থেকে গৃহীত, পৃঃ ২ (উইলের কপি সরবরাহ করেছেন তারিণী বসুর প্রপৌত্র অনিতেন্দ্র বসু মহাশয়।)

৭।অনিতেন্দ্র বসুর মাধ্যমে প্রাপ্ত।

৮।'অর্ঘ্য' (তেলুয়া রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রমের মুখপত্র বার্ষিক অর্ঘ্য পত্রিকা, ২০১৯), পৃঃ ৩১

৯।দক্ষিণেশ্বর মৌজার এস পড়চা নথিতে (প্রকাশকাল ১৯৫৪) দেখা যায় যে ১১২৪ দাগটি (খতিয়ান-৬১৫) চারটি বাটা দাগ নং হয়ে চার ব্যক্তির মালিকানায় বর্তেছে :

বাটা দাগ নং	ব্যক্তিদের নাম
ক। ১১২৪/২৩৫২	সরলাবালা দেবী
খ। ১১২৪/২৩৫৩	নীহারনলিনী দেবী
গ। ১১২৪/২৩৫৪	সুহাসিনী দেবী
ঘ। ১১২৪/২৩৫৫	নীলিমা দেবী

১০।প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা, *শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বর* (শ্রীসারদা মঠ, ১৯৯১), পৃঃ ১০৬

১১।ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, *ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ*, (ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৪১৫), পৃঃ ১৭৯-৮০

১২।শ্রীগুরুদাস বর্ম্মন্, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত*, ভাগ ১ (প্রকাশক শ্রীকালীনাথ সিংহ, ১৩ নিকাশীপাড়া লেন, কলিকাতা, ১৩১৬), পৃঃ ১৬৩-৬৪

১৩।Swami Chetanananda, *Sri Sarada Devi and Her Divine Play* (Vedanta Society: St. Louis, 2015), p. 202